প্রথম প্রকাশ — ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৩

প্রকাশক — শ্রীঅশোককুমার পাল
৭০, ক্রীক্ রো, কলিকাতা-৭০০ ০১৪

মুদ্রক — ভাস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৩, ক্রীক্ রো, কলিকাতা-৭০০ ০১৪

লেজারসেটিং — ওয়েল্‌কাম গ্রাফিকস্
৭৮বি, মনসাতলা লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০২৩

উৎসর্গ

তোমাকেই (সায়াহ্নে)

যাঁর মেঘমন্দ্র কন্ঠের বাংলা কবিতার আবৃত্তি

আমাকে কবিতা পাঠে ও আবৃত্তিতে আকৃষ্ট করে

আমার সেই দেবতুল্য জেঠামহাশয়

প্রয়াত মোহিনী মোহন দত্তর শ্রীচরনে উৎসর্গ করলাম ,

তোমাকেই

(সায়াহ্নে)

মুখবন্ধ

যা একটি সংকলনেই প্রকাশ করা যেত তাকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার একটা যুক্তি খাড়া করতেই হয় । জীবনের সায়াহ্নে যখন নিজের দাম মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে তখনকার স্বগতোক্তি বোধ হয় আর কবিতা থাকে না ।

সেই সব ব্যক্তিগত অনুভবগুলি লোককে জানানোর একটা তাগিদ থাকে । নিজেকে চেনবার বা চেনাবার অক্ষম প্রয়াস ।

আমার কবিতা লেখার পিছনে মা-বাবা বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর দু'জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে আমি ঋণী । এঁরা হচ্ছেন প্রয়াত সাহিত্যিক ও প্রথম যুগে 'অগ্রণী' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণ কমল ভট্টাচার্য আর অগ্রণীর প্রাণ পুরুষ প্রয়াত প্রফুল্ল রায় । এঁদের স্নেহ এবং সমালোচনা না পেলে আমার কবিতা লেখা হতোই না । অনেকেই এঁদের ভুলে গেছেন । সাহিত্যগত প্রাণ এবং মহৎ সম্পাদক হিসাবে এঁদের বৈশিষ্ট্য ভোলার নয় । আমি ভুলি নি ।

তোমাকেই

(সায়াহ্নে)

সূচীপত্র (প্রথম লাইন) পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

তোমাকেই

সায়াহ্নে

(১)

লোকে বলে কেন কবিতা লিখছ ?
কবিতা তোমার হয় না ।
আমি বোঝাতে পারি না, এ কবিতা নয়
কবিতা কখনো লিখি না ।

মনের গভীরে যে রক্ত ঝরে
জীবনের যত কান্না
তা কি দেখা যায় শুধু চোখ মেলে
দু-চোখে তা ধরা যায় না ।

আমি লিখি শুধু আমাকেই,
কথার মাঝেতে মুক্তি
চায় যত কিছু বেদনা বা আশা ;
নাই কোন তার যুক্তি ।

কেউ গান গায় করে বা লড়াই
কেউ ভগবানে প্রাণ ঢেলে দেয়
আমি কোনটাই পারি না ।
আমার ক্ষুদ্র কথার সারিতে
ঢেলে দিই যত কান্না ।
এ শুধু আমার মনের মুক্তি
আমি তো কবিতা লিখি না ।

(২)

আমার মরতে ভীষণ ইচ্ছে করে ।
পুরনো পৃথিবীটার আর কিই বা আছে
দেবার । বার বার চিবোন ছিবড়ে এই জীবন ।
(গ্না ধরে গেল নিজের মনেই ।

তবু বেঁচে আছি বা বাঁচার ভান করি ।
কবে যে মরে গেছি জানি না নিজেই,
চমকে উঠি মাঝে মাঝে, নিজের মড়াকে
দেখে চোখের ভিতরে । মনে হয়
প্রতিদিনের এই মৃত্যু থেকে
একদিন একেবারে মরে যাওয়াই ভাল ।

(৩)

তোমাকে দেখতে চাই নিরাসক্ত ভ্রুকুটী ভীষণ –
অথবা কোমল মুগ্ধ সম্পূর্ণ স্বরূপে ।
আমার দ্রবিত আত্মা, প্লাবিত বীক্ষণে –
তোমাতে বিলীন হয়ে প্রত্যায়িত হোক পুনঃ প্রাণে ।

যত কিছু অকৃত্যের ভার, জীবনের অপূর্ণতা,
গ্লানি, ক্ষত ক্ষোভ কিম্বা গৌরবের কাঞ্চন মুকুট
আমারই নিজস্ব থাক । তোমার স্পর্শতে
চাই না তাদের পরিশুদ্ধ করে নিতে –
তুমি থাকো তোমাতে স্বরাট ।

হে দয়িতা । জীবন আমার । হে দেবতা রাজ অধিরাজ
তোমাকে দেখতে চাই - সত্যের আলোতে ।
আমার দীনতা আর মহত্বের বর্ণালী ছটায়
বৃত হয়ে তোমারই সম্মুখে ।

(৪)

প্রতিদিন তন্ত্রীহীন কোষের ক্ষরণে,
উদয়াস্ত পরিক্রমা ।
একটি একটি সিঁড়ি
কেবল উর্ধ্বে চাওয়া
শুধু মাত্র ওঠার আকৃতি !
যে মিনার আছে কিম্বা নাই
যেতে হবে তারই চূড়ায় !

যে যন্ত্রণা, শুধুমাত্র বোধ
যে আনন্দ শুধু অনুভূতি
কখনো যন্ত্রণা হয় আনন্দের রূপ,
কখনো আনন্দ হয় অসহ্য যন্ত্রণা ।

তবুও আমরা দুই খুঁজি — আনন্দ যন্ত্রণা ।
অথবা একের খোঁজে অন্যকেই খুঁজি বার বার ।
অথবা খুঁজি না কিছু, ভেদাভেদ প্রক্ষেপ মনের
ভিন্ন রূপে চিত্রায়ণ একই সত্তার ।

(৫)

মনে হয় কিছু নাই ।
পাপ নাই, পুণ্য নাই
নাই ধর্ম অধর্মও নাই
এমনকি তুমিও নাই ।

সত্য, মিথ্যা, এসব আমারই সৃষ্টি ।
সৃষ্টি শুধু নিজের সুখের
যে সুখেরও সঙ্গা নাই ।
এ শুধু একান্ত আশু, উল্লাসের ক্ষণ আত্মরতি,
যে আমি থাকবো না আর ছিলাম না কখনো ।
এ এক আশ্চর্য খেলা, ভিত্তি যার একান্ত অলীক
যা আমি নিজেই জানি । জানে সকলেই ।
তবুও নিয়ম গড়ি । করি যুদ্ধ, পরাজিত হই
আনন্দে বিভোর হই, দুঃখের অচেতন ।

আমরা কি ক্রীড়নক !
অথবা আমিই এক মুগ্ধ যাদুকর —
অন্যকে ভোলাতে গিয়ে
ভুলিয়ে ফেলেছি নিজেকেই ।

(৬)

আমি প্রশ্নগুলো এড়াতে চাই –
তবু তারা ভিড় করে আসবেই ।

যখন তোমাকে ভালবাসার কথা শোনাই
যখন বলি তুমিই আমার জীবন
তখন কি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী
নিষ্ঠুর মনে হয় নিজেকে ।

নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে মাটির পরতে
বুকের রক্তের মখমলে পথ মসৃণ করে
তোমার অভ্যর্থনা করতে চেয়েছি ।
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ঝড়ো হাওয়ার
মতো ছুটে, নিপীড়িতা, কুটিল চক্রান্তের
বন্দিনী তোমাকে মুক্ত করতে চেয়েছি ।
লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষোভের যন্ত্রণার
লাঞ্ছনার, আকাঙ্ক্ষার আগুনকে
মন্থন করে সূর্য আনতে চেয়েছি ।
তবু আজো তুমি বন্দিনী । লক্ষ লক্ষ
দুর্ভাগা মানুষ আজো ক্রীতদাস ।
আর আমি এক পলাতক !

যখনি নিজেকে ভেবেছি হিমালয়
সমুদ্র বিশাল, তখনি নিজের ক্ষুদ্রতা হেসে উঠেছে ।

এই বিরাট সৌরজগতে পরমাণুর ভগ্নাংশেরও
ক্ষুদ্র আমার স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়েছি ।
ঈর্ষায়, ক্ষোভে, আনন্দে, উদারতায়, বিচিত্র
মনে হ'য়েছে আমার সত্তাকে ।
চোখ বন্ধ করলেই অন্ধকার ।
প্রশ্নগুলো তাই এড়াতে চাই
তবু তারা ভিড় করে আসবেই ।

(৭)

আমি তোমার কাছে কিছুই চাইনি ।
কিন্তু অনেক চাইতে পারতাম ।
মনে হয় জীবনে কিছুই পাইনি ।
পেতাম । যদি কি চাই তাই জানতাম ।

কি যে চাই, পাওয়াটাই বা কি ?
জানতেই কাটল জীবন, বাকি
জীবনটাও যাবে জানতে, কি পেলাম না, কি
পেলাম বা যাও পেলাম তাই ফাঁকি ।

কিছুই চাইনি বলার হতাশাটা কি
অনেক চাওয়ারই প্রতিধ্বনি ?
অনেক চেয়েছি বলেই হয়তো কিছুই পাইনি ।

(৮)

একটু ভালবাসা পেলেই তো বর্তে যাই ।
খুবই সামান্য চাওয়া । তাই কিন্তু অসামান্য ।
একই মানুষের সব বয়সেই একই সঙ্গে থাকে
শিশু, যুবা আর বৃদ্ধ । তফাৎ শুধু খোলসটাই ।

(৯)

নিজেকে সম্পূর্ণ দিলে, দূরে যাওয়া তখনি সম্ভব ।
হে দেবতা ! তুমি আলো, অন্ধকারও তোমার প্রকাশ ।
অসংখ্য বন্ধন তুমি, তুমি পুনঃ মুক্তির পিপাসা ।

হে জীবন ! সংগ্রামে আনন্দ আর পরাজয়ে অনন্ত বেদনা
দুই তুমি দুই হাতে আজীবন দিয়েছ আমাকে ।
হে স্বদেশ ! তোমার মাটিতে সৃষ্ট আমার মণনে
তোমাতে মিশিয়ে যেতে একান্ত এষণা ।
তথাপি সামান্য স্বার্থপরতার মোহে —
বিস্মৃত ভূমায় নিত্য অনিত্যের অন্ধকারে ডুবি ।

হে দয়িতা ! রূপে রসে আবেগে আশ্বাসে
ডেকেছ নিকটে তুমি । আশ্চর্য ঘৃণায় তবু
নির্বাসিত করে দাও বিলুপ্তির চির অন্ধকূপে ।

হে দয়িতা ! হে স্বদেশ ! হে জীবন দেবতা আমার
পরিপূর্ণ সম্প্রদানে, পূর্ণ হতে শক্তি দাও, যাতে
অক্লেশে নিজেকে পারি দূরে নিতে তোমাদের থেকে ।

(১০)

পথ অনেক । কিন্তু সঠিক পথ একটাই ।
লক্ষ্য একটাই হোক ! অনেক করলেই ধাঁধা ।
যে পথেই চল, আসল জায়গায় যেতে হলে
ঠিক পথটাই ধরতে হবে । না হলে অনেক বাধা ।
তুমি তো জান, আমিও জানি, পালিয়ে যাওয়া চলবে না ।
বাঁচতে হলে মরার থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না ।
সম্ভব নয় বাঁচা, যদি মরতে শেখা না যায়
টিকে থাকাকে বাঁচা ভাবলে মরাও যায় না ।
বাঁচাও যায় না । মরমেই মরে থাকতে হয় ।
সঠিক পথটা ধরতে পারলে, পথের চিন্তা থাকেই না ।

(১১)

লোকটা রোজ সকালে ওঠে । সকাল কখনো দেখে না ।
সারাদিনই ঘোরে । ট্রাম বাস ট্যাক্সি কিংবা গাড়িতে ।
অফিসে যায়, কাজ করে, বক্তৃতাও দেয় মিছিলে,
কি করে, কেন করে, কারই বা জন্যে, তা নিজেই জানে না ।
প্রত্যেক দিন খোঁজে নিজেকে । পায় না কোনই আশ্বাস ।

এই লোকটাও একদিন শিশু ছিল । কিশোর ।
যৌবন এসেছিল আম মুকুলের গন্ধ ছড়িয়ে,
স্বপ্ন ছিল বড় হবে । বড় হওয়া কি না জেনেই ।
আদর্শবাদী । উচ্চাকাঙ্ক্ষী । হয়তো বা সৎ
খেলাধুলা করেছে । রাজনীতি করেছে । কবিতা লিখেছে ।
নামকরা লোক দেখলেই ছুটে যেত । গুটি গুটি
এগিয়ে যেত কাছে । চোখে চোখ পড়লে হোত বিগলিত ।
হুকুম তামিল করতে পারলে তো কৃতার্থ ।
তারপর সেও একদিন বড় হল টাকা পয়সা হল ।
মাঝারি নেতাও । নাম যে মন্দ হয়নি, তা বোঝা যায়
তার দিনপঞ্জীতে । প্রেম করেছিল, সংসারও,
মোটামুটি সবাই যাকে সুখী বলে, মাঝারি অর্থে সার্থক ।

এই সবের মধ্যে, লোকে যখন তার সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করেছে
তখন লোকটা আবিষ্কার করে ফেলল সে কোনখানেই নাই ।
আছে শুধু একটা যন্ত্র । অনেক ঈর্ষিত সমৃদ্ধির মধ্যে
হঠাৎ বুঝতে পারল - সে অনেক দিন আগেই মরে গেছে ।

(১২)

আমার মুখের দিকে তাকাও ! যেন এক পোড়া মাঠ ।
যে শস্যেরা একদিন বাতাসে মাতামাতি করত
তারা আজ অপসৃত । শুধু জ্বলে যাওয়া গোড়াগুলো
বন্যার আশায় অবিশ্রান্ত হাহাকার করছে ।

কপালের বলি রেখায় কত যুগের ইতিহাস ।
ঘামের নদীরা পাড় ভেঙ্গে তার চিহ্ন রেখে গেছে ।
চোখের মণিতে কুয়াশা । যা ঝলকাতো তা উল্কা
কিম্বা জোনাকী বা কোটি নক্ষত্র হৃদয় ।
উদ্যত চোয়ালে শুধু পর্বতের দৃঢ়তা ।

আমার মুখের দিকে তাকাও ! লেখা যদি পড়তে পার
দেখবে অসংখ্য ক্ষতির ক্ষত, পরাজয়ের তালিকা ।
কিন্তু অনেক খুঁজলেও পাবে না, একটি শব্দ - পলায়ন ।

(১৩)

আর কিছু না পারি ঘৃণা করবো !
ঘৃণা করবো অনাচারকে, দম্ভকে,
এবং অন্যায়কে — যা অতিকায়
দৈত্যের মতো গ্রাস করেছে সমস্ত মানবিকতা ।

স্বৈরাচার আমার কন্ঠরোধ করেছে
কেড়ে নিয়েছে স্বাধীনতা ।
নিঃশ্বাসের বাতাসকে করেছে কলুষিত ।
তাকে প্রত্যাঘাত করতে পারছি না —
কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে - ঘৃণা করবো !

এই ঘৃণা শিকড় ছড়াবে বহু দূরে —
সঞ্চারিত হবে প্রত্যেক অত্যাচারিত মনে ।
ক্ষেতে খামারে কলে কারখানায়
ট্রামে বাসে অফিসে রাস্তায়
প্রতিটি মনে, যাদের চোখ হলুদ
যাদের দিনেও রাত্রির অন্ধকার ।
যারা আজ প্রত্যাঘাত করতে পারছে না
তারাও ঘৃণা করবে ।

তারা ঘৃণা করবে মদগর্বীর রক্ত চক্ষুকে
ঘৃণা করবে নিজের সৃষ্ট নিরুপায় ভাগ্যকে
ঘৃণা করবে নিজের পলায়নপর কাপুরুষতাকে ।

এই ঘৃণা, ঘামকে করবে রক্ত
হাহাকারকে রণ-হুঙ্কার
প্রত্যেক মানুষকে দুর্গ দাসকে সৈনিক !

সেদিন আমরা প্রত্যাঘাত করবো !
একই সঙ্গে নিহত হবে — আমার
ভয় লোভ আর স্বার্থপরতা,
স্বৈরাচারের অত্যাচার, দম্ভ আর ভন্ডামি ।
সেই শ্মশানেই শব হবে
সত্য সুন্দর শিব ।

(১৪)

সেই সভাতে আমিও ছিলাম । আর
যৌবনে যারা আদর্শ ছিল
সেই বিখ্যাত লোকেদের প্রেতাত্মারা ।
সবাই হাত মুখ নাড়ছিল
চলা ফেরা, হাসি ঠাট্টা । চোখে মৃতের দৃষ্টি
অভ্যাস ! মনে হল কেবল অভ্যাস ।

সেই সব সঙ্গীরাও ছিল ।
যাদের সঙ্গে আনন্দ বেদনায়
কত দিন রাত্রি পল্লবিত হয়েছিল,
কলকাতার রাস্তা ময়দানের মাটি
গাঁয়ের সরু মেঠো পথ ।
পথের পাশের মানুষ, এমন কি
গাছেরাও আবিষ্ট হোত
আমাদের তর্ক কোলাহলে ।
তাদের দেঁতো হাসি, চঞ্চল চোখ
অমনস্ক হাতের চাপ
স্মরণ করিয়ে দিল দূরত্ব ।
মনে হল আমরা কেউই এখানে নাই ।
কথা হল, আলোচনা, তর্ক, সিদ্ধান্তও হল ।
অভ্যাস ! শুধুই সকলের অভ্যাস !

আমরা কি মরে গেছি ? অথবা
নিজেদেরই বঞ্চনা করছি ?
এই সব সিদ্ধান্ত পালিত হবে না কোনদিনও
হয়তো এ সিদ্ধান্ত রূপায়িত হবে একদিন
কিন্তু আমরা রূপায়িত করতে
পারবো না । কিম্বা করবো না ।
তবুও সবাই এসেছি, হাসছি, বক্তৃতা করছি
অভ্যাস ! কেবল মাত্র অভ্যাস !

(১৫)

প্রশ্ন কোর না । আমিও প্রশ্ন করবো না ।
যদি জানা যেত সেই ক্ষণিক চেতনা,
যা কখনো মনের মধ্যে চমকে ওঠে ।
যার আভাষ মাত্রই মনের চোখ সজোরে বন্ধ করি ।
যদি তাকে সাহস করে গ্রহণ করতে পারতাম !

আমরা সত্যের স্তুতি করে মিথ্যারই ভরসা করি ।

দুচোখ বন্ধ কর — কি অসাধারণ ছলনা
কোটি কোটি জীবাণু কণিকার কি আশ্চর্য আত্মরতি
জন্মাচ্ছে, মরছে, আবার জন্মাছে । এক থেকে অনেক
অনেক থেকে আরো অনেক । আবার অনেক থেকে একে ।
একের ধর্মকে অনেকের মোহে বিলিয়ে দিচ্ছে ।
একের স্বার্থকে অনেকের স্বার্থ বলে নিজেকেই ঠকাচ্ছে ।

সত্য ভয়ঙ্কর ! সত্যকে সামনে এনো না !
আমাকে প্রশ্ন কোর না । আমিও কোন প্রশ্ন করব না ।

(১৬)

গান

আসল কথা বল্রে বন্ধু প্রাণের কথা বল ।
কইতে গেলে আসল কথা, হয়ত প্রাণে লাগবে ব্যথা ।
(তোমার) কথার ধাঁধায়, জীবন যে যায়
কথার কত ছল ।
কথার কারি কুরি রেখে (এবার) আসল কথা বল ।

বললে পরে আসল কথা
বলতে হয় না অনেক কথা
অনেক কথা বল্তে গেলে হারাবে আসল ।

তুমি মই না নিয়ে উঠবে খাড়াই ।
ঢাল-তরাল নাই করবে লড়াই ।
লাঙ্গল মাঠে না নামিয়ে, ফলাবে ফসল ?
(এবার) আসল কথা বলরে বন্ধু প্রাণের কথা বল ।

কার গোয়ালে কে দেয় ধোঁয়া,
পাও না কি ভাই হাতের মোয়া ।
'শীতল' বলে মরতে নারলে বাঁচাটাই বিফল ।

(১৭)

কেন কান্না পায়, শুধু অকারণ কান্না ।
সুখ চেয়েছি, পেয়েছি তো সুখ, তবু মন কেন ভরে ওঠে না ।
তা হলে কি সুখে মেলে না শান্তি কিম্বা সুখই আমি চাই না ।

ভালবাসলে ভালবাসা পায় । ভালবেসেছি এ জীবন কে ।
পেয়েছি ভালবাসা অহেতু অকারণ । তবুও পায় কেন কান্না ;
তা হলে কি ভালবাসিনি কাকেও ? আমি কি ভালবাসা চাই না ।
লড়াই করেছি চেয়ে স্বাধীনতা, লড়েছি সমস্ত জীবনে
স্বাধীনতা খুঁজে মর্মে বুঝেছি, স্বাধীনতা শুধু মননে ।
স্বাধীন হতে গিয়ে কেবলি নিজেকে বেঁধেছি হাজারো বাঁধনে ।
স্বাধীন হয়ে ফের মনের গভীরে ঝরেছে অবিরল কান্না
তাহলে কি আমি স্বভাব পরাধীন ? আমি কি স্বাধীনতা চাই না ।

জীবনে বাঁচার হাজার চেষ্টা, বাঁচাই প্রধান লক্ষ্য
মরণের ভয়ে অস্থির হয়ে মরণকে চিনে নিয়ে
জীবন মরণ যখন দুকুল মিলেছে আমার জীবনে
তখনি কেন যে দুই চোখে ঝরে কারণ বিহীন কান্না ।
আমি কি এখনো মরণে ত্রস্ত ? বাঁচতে কি আমি চাই না !

(১৮)

লুঠেরারা যখন আমার ঘর ভাঙ্গে
তখন যদি প্রতিরোধ করতে না পারি
তবে বলব - আমায় হত্যা কর
আমি আর্তনাদ করবো না
আমি জ্যৈষ্ঠের মাঠ হয়ে যাব ।

চোখের সামনে শিশুরা যখন শুকিয়ে মরে ।
কেবল মাত্র ক্ষিদের জ্বালায় যখন বিবেক বিকিয়ে যায়
মরিয়া হয়ে যখন নিজেই নিজেকে বঞ্চনা করি
তখন যেন চিৎকার করে বলতে পারি — আমায় হত্যা কর
আমি ঝড়ের মুখে বট গাছ হয়ে যাব ।
যদি মানুষের সংগ্রামে শিকল ছিঁড়ে ছুটে আসতে না পারি ।
যদি নিজের স্বার্থকে জয় করে মাটিতে মিশিয়ে যেতে না পারি ।
যদি নিজের রক্তের মখমলে আসন্ন দিনের পথ মসৃণ করতে না পারি
তবে নির্মম হয়ে আমাকে হত্যা কোর - আমি আর্তনাদ করবো না
আমি এই গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে - হাসি মুখে মরে যাব ।

(১৯)

আমি খুঁজে বেড়াই সেই সত্যকে ।
যাকে জানলে সব জানা শেষ হবে ।
সে - কি আমি ? আমার শরীর ?
অথবা মন । যার গভীরে
বার বার ডুবেও কিছুই পাই নি ।

সে কি প্রেম ? নারীর শরীর
যা দেয় ক্ষণিক সমাধি ।
সে কি সাময়িক সফলতা —
যাতে মন হয় উদ্দীপ্ত !

সে কি লড়াই-এর উচ্ছ্বাস ?
আদর্শ নিয়ে কোলাহল !
মিছিলে মিশে হাজার কণ্ঠে
তোলা জয়নাদ !

যে কি সব ছেড়ে নির্জনে ধ্যান ?
সে কি সন্তান ? যে নিয়ে যাবে
আমার বীজ চির অম্লান ?

সে কি পরাজয়, বেদনা কিংবা অন্ধকার
যা অসহ্য দুঃখে জন্ম দেয় নুতন এক আমাকে ।
দেয় সৃষ্টির আনন্দ আর
স্রষ্টার সম্মান ।

আমি খুঁজে বেড়াই সেই সত্যকে
যে উপলব্ধি দেবে আমার নিগূঢ় সত্তার
যাতে আমি হব দেবতা । যা বলবার
শক্তি দেবে এই আমি — জগৎ যার মধ্যে বিলীন ।
সেই চেতনা যা সমস্ত অণু পরমাণুরও প্রাণ ।

(২০)

সেই তো সকাল হবে ! তবে
রাতের জুলুমে এত ভয় কেন ?

ভাবো তো ! কখন যাত্রা সুরু ।
কি যন্ত্রণায় জন্ম আমাদের
কি যন্ত্রণা পথের দু ধারে
তবু কি আনন্দ ব্যাপ্ত জন্ম
কিংবা জন্মোত্তর পথে ।
দুর্গম পথের প্রান্তে
ভয়ঙ্কর স্মৃতিও মধুর ।

প্রত্যাশা লক্ষ্যতে যাওয়া
মন্ত্র যার চলমান মন,
নিশ্চিত আরাধ্য প্রাপ্তি
এ মুহূর্তে প্রয়োজন অনন্ত ধৈর্যের ।

(২১)

অশান্ত হয়ো না !
পাখিরা আকাশে ওড়ে
কিন্তু আকাশে কখনো মেশে না ।

উড়ো জাহাজে পৃথিবী আর তোমার মধ্যে
পেঁজা তুলোর মতো অনেক মেঘ,
তার ফাঁকে বিন্দুর যত মানুষের ইমারত ;
আমিত্ব মুছে যেতেই ছোট হয়ে গেছে,

বিরাট দুঃখ, দারুণ দুশ্চিন্তারা
দূর থেকে দেখলে — সুতোর মতো নদী ।
পাহাড়েরা বালির উপর আঁচড়ের মতো ।

নিরালম্ব 'বায়ু ভূতো' অবস্থা, কি ভয়ানক
অথচ কি আশ্চর্য সুন্দর ।
কি স্পর্ধায় আমার ছিন্ন ভিন্ন করছি আদিম নৈঃশব্দ ।
মহাশূন্যে অসামান্য গতিও রূপ নেয় অপ্রতীত স্থৈর্যের ।

অশান্ত হয়ো না, অপেক্ষা কর !
মাটি আবার ফিরে আসবেই ।

(২২)

আমি জানি না, এ কিসের যন্ত্রণা ।
যদিও জানি এ যন্ত্রণা আমারি তৈরি ।
এবং অকারণ । তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে
এর মূল, বাস্তব কোথাও নাই । অথচ
যন্ত্রণাটা আমার অস্তিত্বের মতোই সত্য ।
আমাদের জন্ম আর মৃত্যু দুই বৃত যন্ত্রণায় ।
প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যবর্তী ভাগে
ধ্রুব শুধু আনন্দ সন্ধান । সে আনন্দ
সাধনার মন্ত্রই জীবন । তাই
সামান্য প্রচেষ্টায় যন্ত্রণাই হবে আনন্দ ।

এই যন্ত্রণার অন্ধকার আমাদের
দীর্ণ করতেই হবে ।

(২৩)

জীবনের অর্থ খুঁজি !
খুঁজে খুঁজে আমিই ফেরারী ।
ফেরারী জীবন থেকে ।
তবু বার বার এ জীবনে ফিরে আসি
অর্থ খুঁজে পাবার আশায় ।

যদি কোন অর্থ নাই থাকে
তা হ'লে সে কিসের জীবন ।
আবার প্রশ্নও করি, কি হবে
এ জীবনের মানে খুঁজে ফিরে ।

বেঁচে আছি এই সত্য ।
বাঁচতেই হবে, যতক্ষণ থাকবে জীবন
তারপর একদিন মরে যাব ।
আকূতি যতই করি বেঁচে থাকবার ।

মরব কেমন করে ? সে মৃত্যু মহৎ ?
কিম্বা এক নিষ্ফলের ক্লান্ত নির্গমন ?

কোন প্রতিধ্বনি কিংবা কোন আর্ত চোখ
কিছু অশ্রু কোন দীর্ঘ শ্বাস। ধিক্কার
অথবা স্তুতি । সবই অবান্তর হবে
সে অন্তিম কালে । যখন বিচ্ছিন্ন হব
জীবনের বৃত্ত স্রোত থেকে । তবু অর্থ
খুঁজে ফিরি । এই এক আশ্চর্য আবেগ ।

(২৪)

অপেক্ষারও পরমায়ু আছে
অতিবৃদ্ধ ধৈর্যকে দিয়ে আর কি করাতে চাও ?
কিছু করবে বলেই তো যাত্রা শুরু —
এবার অনন্ত যাত্রায় যতি টানো ।
বলবে গতিই তো জীবন —
শুধু চলার জন্য চলা আর বলার জন্য বললে
অন্যকে নয় নিজেকেই ঠকাবে ।
রাজপথের যাত্রীর মতো চিন্তাগুলো — সংযত কর
তবেই মিছিল ।
গতির চেয়ে গতিপথের মূল্যটাও কম নয় ।
সময় তো আর বসে থাকছে না —
ধৈর্যেরও বয়স আছে । অপেক্ষারও পরমায়ু ।

(২৫)

আমাকে যদি হত্যা কর মানুষকে ভালবাসার অপরাধে ।
তবে সেই ইস্পাত কিংবা জ্বলন্ত সীসা বুকে নিয়ে
আমি বার বার জন্মাব ।

আমাকে যদি হত্যা কর তোমাদের
শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে,
নিষিদ্ধ কর আমার অস্তিত্ব
তোমাদের চিন্তায় কর্মে,
কর্দমাক্ত কর আমার অতীত ও বর্তমান
মুছে দাও ভবিষ্যৎ ।
তবু আমি বিচলিত হব না
স্বকীয় সত্তার আগুনে আমি জ্বলব ।

একদিন তোমরাই স্বীকার করবে
আমি অপরাধী নই ।
অথবা নিজের ভুল বুঝে
আমি ফিরে আসব তোমাদের কাছে
আত্মশুদ্ধ হয়ে ।

কিন্তু দোহাই তোমাদের —
আমাকে হত্যা কোর না মহামানব করে ।
ঘরে ঘরে ছবি ঝুলিয়ে, মূর্তি তুলে, আমার আদর্শের অপমৃত্যু এনে ।
মন্ত্রের মতো প্রতিটি অপকর্মের পূর্বাহ্নে,
আমার নামে শপথ নিয়ে
আমাকে প্রতিনিয়ত হত্যা কোর না ।

(২৬)

আসলে ‍ নটাই জটিল
কাজেই মন এবং মননও ।
কি করে বোঝাই বল
সত্য কথাটাই বলতে চাই ।
এবং বলতে গেলেই তা জটিল হয়ে যায় ।

যেমন ধরা যাক বললাম
তোমাকে ভালবাসি । ভালবাসি দেশকে ।
বলেই মনে হল — কথাটা তো মিথ্যা ।
ভালবাসি নিজেকেই । কিন্তু তাও কি
পুরোপুরি সত্য ? বোধহয় না
তবে কি ভাবে বোঝাই, বল
আমি সত্যকে জানতে চাই, বুঝতে চাই
সারা জীবনের সত্যকে ।
হে নির্মম নির্মোক !
আমার প্রতিষ্ঠিত প্রতীতিতে
প্রদীপ্ত হও ।

(২৭)

আবার হয়তো কখনো দেখা হবে ।
কিংবা আর দেখা কখনো হবে না
কি-বা এসে যাবে ? যদি আবার দেখা হয় —
অথবা আর কখনোই দেখা হল না ।

দেখা হয়েছিল একথাই মনে রাখবে ।
দেখা হতে পারে - এই আশা বেঁচে থাকবে ।
দেখা আর হবে না হয়তো এই ভয়
মনের গভীরে বাজবে ।

একদিন দেখা হয়েছিল, কি বুঝেছিলাম ?
তুমিই বা কি বুঝেছিলে ? কিংবা কেউই বুঝিনি কিছু,
মনে হয়েছিল — ভাল লেগেছিল, ভাল লাগাতে
চেয়েছিলাম — তুমি চেয়েছিলে বলেই । হয়তো গোপনে
আশা ছিল আবার দেখা হবে । কিংবা ভয়
আর দেখা হবে না কখনো । তাই
সেই মুহূর্তটাই শুধু রয়ে গেছে আর কিছু নয় ।

এরপর আর দেখা হোক বা না হোক
সে মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না । যেমন
বলা যাবে না, দেখা হলে ভাল হবে, না,
আর দেখা না হওয়াই ভাল ।

(২৮)

সেই ভাল, আর খুঁজে কাজ নাই —
তোমাকে প্রত্যক্ষ করি আমারই মননে ।
চিন্তার ছোট ছোট শিশিরবিন্দু
ঝরে পড়ুক ধানের শীষে, পাতায় —
তাতে মাটি উর্বরা হবে কিনা ভেবে লাভ নাই ।
অন্ততঃ সকালে রোদ উঠলে তা মুক্তা হয়ে যাবে

অন্ধকার ধোঁয়ায় চোখ বন্ধ হয়ে এলে
ভাবা কি যায় না আকাশের মেঘ ডম্বুর ?
পথের মানুষের কন্ঠস্বরে নদীর কলতান ।
অথবা পদধ্বনির আরাবে সমুদ্র গর্জন ।
জানি এসবই পলাতকের যুক্তি,
মুক্তি কি না জেনেই মুক্তি খোঁজার ভড়ং ।
তবু কি ভালই না লাগবে —
সবার মধ্যে থেকেও নিজেকে অদৃশ্য করে নিতে ।
বরং তাতেই ভাল করে চেনা যাবে নিজেকে
হয়তো বা তোমাকেও ।

(২৯)

জিজ্ঞাসা

একই সত্তার দুটো রূপ, হয়তো বা অনেক ।
বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিফলিত তার দ্যুতি ।
আমরা বিভ্রান্ত হই সেই রূপেরই দ্যোতনায় ।
বিস্মিত হই তার পরস্পর বিরোধিতায় ।
সত্য লুকিয়ে থাকে অনেক গভীরে ।
অথবা সত্যটাই কল্পনা ; মনের প্রক্ষেপ ।
আসলে অস্তিত্ববিহীন অসংখ্য
সংঘাতে ফোটা রূপই তো প্রত্যক্ষ ।
তার অন্তরালে অন্তর্লীন নিরাকার
আস্তিক্যে বিলীন উপলব্ধিই কি সত্য ?

(৩০)

কিছু শুকনো ঝরা পাতা
কিছু ফুল কিছু বা আশ্বাস ।
অনেক আঘাত আর পরাজয়,
কিছু জয় জয়ের বিশ্বাস ।
এই তো জীবন । এর থেকে নিতে পার
যা তোমার অভীষ্ট পাথেয় ।
এ পসরা মেলে ধরে কেনা, বেচা,
হিংসা, ক্ষোভ, ভালবাসা, স্নেহ ।

বেচাকেনা শেষ হলে
শেষ হলে অনাত্মীয় ভিড়
ক্লান্ত মন চোখ বেয়ে
খুঁজে ফেরে শান্ত কোন নীড় ।

(৩১)

যখন চলতে শুরু করেছিলাম
তখন সামনেই পাহাড়
অভ্রংলিহ ভ্রূকুটি ভয়াল ।
যখন চলতে শুরু করেছিলাম
তখন মনটাই তোলপাড়
রশিছেঁড়া পালের মতো আশঙ্কায় উত্তাল ।
চলতে চলতেই দেখলাম
নিকটে দূরে আরো অনেক পাহাড়
আমার পথ আটকিয়ে মজা দেখছে ।

যখন চলতে শুরু করেছিলাম
তখন চারিদিকে উপহাস আর ধিক্কার
যখন চলতে শুরু করলাম
তখন সামনেই পাহাড় ।

চলতে চলতেই দেখলাম
পাহাড়ের পাশ দিয়েই আমি
অনেক পাহাড়ের মাঝ দিয়েই আমি, যাচ্ছি ।
যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, যাচ্ছি তো যাচ্ছিই ।
পাহাড়েরা দাঁড়িয়ে আছে
আমার সামনে, পাশে, পেছনে ।

তবুও আমি যাচ্ছি ।
সামনেই একটা না একটা পথ, বা
একটাই পথ, অনেক রঙে অনেক ছন্দে
আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ।
সেই ডাকে আমি চলেছি তো চলেছিই

ধূসর পাহাড়ের ভ্রূকুটি বদলে গেল ঔদাসীন্যে
বিশাল বিটপীর ধিক্কার ঘন হল অভীপ্সায়
আমি চলতেই থাকলাম আর
মনেই রইল না, যখন শুরু করেছিলাম
তখন ছিল সামনেই পাহাড়।

যখন চলতে শুরু করেছিলাম —
তখন ছিল সামনেই পাহাড়
সে কথা আজ স্মৃতি ।
যখন চলা আরম্ভ করেছিলাম
তখনকার ধিক্কার আজ কেবল অনুভূতি ।

চলতে চলতেই দেখছি
সেই ভয়াল পাহাড়েরা বন্ধু হয়ে গেছে ।
তাদের বুকের ভিতরে যাবার জন্যে
তারাই পথ তৈরি করে দিচ্ছে ।
বিশাল বিটপীরা বাহু বাড়িয়ে
স্নেহের ছায়ায় মগ্ন করে দিচ্ছে ।
চলতে চলতেই কখন ওদেরই একজন হয়ে গেছি ।

(৩২)

কোনদিন ডুবে গিয়ে অপ্রতিষ্ঠ মানসের মাঝে
খুঁজে দেখো কোন মুক্তা হতাশার অন্ধকার তলে ।
হিসাব মিলিয়ে দেখো সমাপ্ত বা অসমাপ্ত কাজে
দেখবে কেবল সেথা অভীপ্সার তীব্র ক্ষোভ জ্বলে ।

তাকে যদি মায়া বল কিংবা মরীচিকা
অথবা নিষ্ফল দাহ, প্রচেষ্টার বিস্মৃত অঙ্গার ।
তবু সেই একমাত্র প্রাণবহ্নি যজ্ঞাগ্নির শিখা ।
এ জীবন মূল্যহীন মুহূর্তকে বীত অগ্নি তার ।

আমার সংঘাত শুধু অখণ্ড কালের গতি পথে
দুই সমান্তর রশ্মি মানসের সাধ্যে আর সাধে ।

(৩৩)

যন্ত্রণার মুক্তি খুঁজে, বারম্বার
যন্ত্রণারই গভীর গহ্বরে, ডুবে মরি ।
মুক্তি নাই ! কোথা মুক্তি ? মুক্তি দিবে
হিরণ্ময় কোন সে কাণ্ডারী ।

কিসের সন্ধানে বল, কোন সেই অমৃত আত্মার
অভাবে বিচ্ছিন্ন মন, বিশ্লিষ্ট চেতনা ।
কোন মন্ত্রে হবে পুনঃ, নবরূপে
পূর্ণায়ন আমাদের খণ্ডিত সত্তার ।

(৩৪)

অনেক বয়স হল !
অনেক বয়স হল তোমার আমার ।
বুড়ো পৃথিবীরও বয়স বাড়ছে প্রতিদিন ।
জমা খরচের খাতা এতদিন কে বা মিলালো ।

আমরা কেবল ঘুরি প্রত্যেক দিনের চক্রে
অর্থহীন কিংবা অর্থবহ, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ।
সকলের প্রাণ কেন্দ্রে বিদ্ধ শুধু সময়ের তীর ।

সকলে শঙ্কিত থাকি ভবিষ্যের অন্ধকার দেহে
অতীতের বিশ্লেষণে অনীহা অপার ।
কল্পনায় মুখ ঢেকে অত্যাশ্চর্য রঙীন স্বপ্নের
বিস্মৃত প্রত্যয়ে স্মরি কামনার যোগের আধার
অথচ বয়স বাড়ে তোমার আমার,
বয়স বেড়েই চলে সুপ্রাচীন এই পৃথিবীর ।
তাহলে কি করি বল ? কোন সূক্তে বিধৃত সময়
কপোলে ছড়াবে রশ্মি, কিসের আহুতি
সময়কে ধরে দেবে দুই চোখে বিদ্যুতের স্রোতে ।

সময় চলেই যায় বয়স বেড়েই চলে
শেষ হতে একদিন নিশ্চিত মৃত্যুতে ।

(৩৫)

অনেক কথা, পরপর
সাজিয়ে গেলেই কি কবিতা হয় ?
কথাতেই কবিতা থাকে
কিন্তু সব কথাই কবিতা নয় ।

যন্ত্রণা আর আনন্দের তাপে
গড়া যে মনন ; সে কি সবার
যন্ত্রণা আর আনন্দে মিশে গেছে ?
কথার ঝঙ্কার কি বেদনাকে
তীক্ষ্ণ করে, ভুলিয়েছে সব বেদনা ?
কিম্বা উদ্বেলিত করেছে আনন্দ
অথবা ঘৃণায় । কথা কি
মুক্ত করেছে কোন আলোক সত্তাকে ।

কথার ছন্দ কি পেরেছে মানুষকে উদ্বুদ্ধ
করতে, মহৎ হতে কিংবা মাথা নত করতে
মহত্ত্বের পায়ে ?
যদি তা না হয়ে থাকে, তবে তোমার কবিতা
শুধু কথার চাতুরী । আমি তাকে
কবিতা বলব না ।

(৩৬)

একটি ফুল ফুটতে কত সময় লাগে ?
আমরা ফুলটিকেই দেখি
তার পিছনে প্রকৃতি অথবা মানুষের
মেহনত চোখেই পড়ে না ।
চোখে পড়ে না কি ব্যাপক প্রস্তুতি ।
অনুকূল কিংবা প্রতিকূল পরিবেশের
মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠার সামগ্রিক চেতনা ।
ফুল ফুটতে যত সময় লাগে
ঝরে যেতে সময় লাগে অনেক কম
সৃষ্টি আর ধ্বংসের এটাই রহস্য

(৩৭)

এখন সময় ঘরে ফেরার ।
অনেক দিন তো হল !
গোধুলি আর ঊষার
তফাৎ করে কিই বা লাভ
এবার ঘরে ফিরে চল ।

সময় হতে চাই না ।
কালোত্তীর্ণ অস্তিত্বে আমার
অসীম অনীহা ।
মুহূর্ত কাল যে এখানে ছিলাম
এ সত্যই অমূর্ত স্মৃতি ।
হোক তা ক্ষণিকের । তাই
সেই ক্ষণকালেই সমর্পণ
করলাম আমাকে ।

দেবতা কি জানি না ।
জীবনে সার্থকতা কাকে বলে
বুঝতে পারিনি । তবু
জীবন ও দেবতাকেই প্রণাম জানিয়ে
বিদায় নিতে চাই ।

(৩৮)

অন্ধকার আলোর মায়ায়
যাত্রী আমি এবং অনেকে ।
লক্ষ্য যার অধ্রুব প্রত্যয় ।
নিত্য নূতনের রশ্মি
বিচ্ছুরিত বিস্ফরিত চোখে ।

এবার কি যাত্রা শেষ ?
ডাক এল আপন গৃহের ।
যেতে হবে । যাব বলে আছি তো প্রস্তুত ।
যাবার আগম শব্দ মীড় তোলে
গোধূলি আলোকে ।

চলে যাব ।
এই পৃথিবীর, রূপে রসে মগ্ন থেকে
অনেক বিজয় মাল্য, বঞ্চনার বিবিধ সায়ক
যশের প্রলুব্ধ হাসি, কলঙ্কের অনেক কর্দম,
সব দিয়ে পূর্ণ ছবি, কিংবা এক আশ্চর্য গ্রন্থন
ঐকতান সুর সম্মোহনে ।
প্রেক্ষাপটে তবুও ওঁকার
যেতে হবে নিজ গৃহে । যাত্রা কর শেষ ।

(৩৯)

রাস্তাটা শুধু বেঁকে গেছে, শেষ হয়নি ।
তাই চলতেই থাকো ।

ঘরের ছাউনি পাতলা হয়েছে, বেড়া নড়বড়ে
তবুও এইতো ঘর ।
প্রদীপ জ্বালা যদি নাও থাকে
তবু প্রদীপ এক দিন জ্বলবেই

বিশ্বাসে নিশ্চিত থেকো ।
ধানের শীষের হলুদ
জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতের সবুজকে
চিরকাল ।

নড়বড়ে হোক, অন্ধকার থাক
তবু এইতো ঘর
সকলের নিশ্চিন্ত আশ্বাস,
পথ কখনো থেমে থাকে না
বাঁকে কিংবা মোড়ে ।
চলতেই থাকো । চলতেই থাকো ।
যতক্ষণ না যেখানে পৌঁছানোর কথা
সেখানে পৌঁছান যায় ।

(৪০)

কেন যে জন্মেছিলাম তাই জানি না
কি যে বলতে চাই তাও বুঝি না
তবু জন্মেই যখন গেছি তখন বাঁচতে হবে ।
বেঁচে যখন আছি তখন কথা বলতেই হবে
এই জন্মানো আর মরার মাঝখানটাই সত্য

জন্মের আগে কিংবা মৃত্যুর পরে
সবটাই অন্ধকার হয়তো অনিত্য ।
তাই অনিত্য জেনেও বাঁচতে হয়
কথা বলতে হয় কাজ করতে হয়
এটাই বোধ হয় সবার এক বিড়ম্বনা ।

(৪১)

ছবি আঁকিয়ে সুকান্ত বোস
অনেক দিন আগে বলেছিল—
কবিতায় কলকাতার সকাল আঁকতে ।
সে কবিতা লেখা হয়নি
হবেও না আর কখনো
সন্ধ্যা এসে গেল জীবনে
সকালের কথা ভাবতে ভাবতে ।

কলকাতায় তো রোজই সকাল হয় ।
পাপড়ি খোলার মতো আস্তে আস্তে
জীবন জেগে ওঠে, অন্ধকার
যাব যাব করেও একটু
গড়িয়ে নেয় [illegible]তে ।
ফুটপাথে মায়ের বুকে, আরো
একটু ঘনিয়ে আসে বাচ্চাটা,
ওম চলে যাবার আগে
মেখে নিতে আরো তৃপ্তিতে ।
একটু চোখ খুলেই আবার মুড়ি দেয়
উঠতে হবে জানা কাজ খোঁজা লোকটি ।

আগের মতো আর ফটফট করে
পাইপে রাস্তা ধোয়ার শব্দ হয় না ।
জীবনের যন্ত্রণার মতো অলিতে গলিতে
জঞ্জাল জমতেই থাকে ।
রাত শেষে তার আব্রু আর একবার
খসে যাবে, রাস্তার ক্ষতগুলো
আবার জানাবে ধিক্কার ।

শেষ রাত থেকেই নিঃশব্দে
গড়াতে থাকে খিদে ভর্তি ঠেলা
ঘুমন্ত বাজারের পেট ভরে
উপছে পড়ে ফুটপাতে ।

কলকাতার অনেক সকাল
রাতের হুল্লোড়ের ক্লান্ত সকাল
ক্লান্তি কাটানো আশ্বাসে উজ্জ্বল সকাল
প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটিরে লুকিয়ে বেড়ানো সকাল ।
নিয়ন-মার্কারি আলোর মালায়
ক্লান্ত কলকাতায়
গোধূলি উষাকে
তাচ্ছিল্য করা কলকাতায়
সকাল রোজই আসে ।
বোধ হয় বোধন করতে
অপরূপ এক সকালকে ।

এই নানান সুরে বাজা
সকালের কথা ভাবতে ভাবতে
খপ্ করে দিনটা আমাকে ধরে ফেলে
জুতে দেয় বেঁচে থাকবার ঘানিতে ।
তাই সুকান্তকে কথা দিয়েও
কবিতায় কলকাতার সকাল আঁকা হল না ।

(৪২)

আমি আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হতে চেয়েছিলাম,
পারলাম না । আগুনই আমাকে পুড়িয়ে দিল ।
তোমাকে দেখে শুধু মুগ্ধ হতে চেয়েছিলাম,
পারলাম না । রূপই মনকে কলুষিত করে দিল ।
সকাল সন্ধ্যার নির্মাল্য গলায় পরতে গিয়ে
দুপুরের তাপ আমার নির্যস নিংড়ে নিল ।
আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হতে গিয়ে
আমাকেই আমার আততায়ী হতে হল ।
এ অক্ষমতার ক্ষমা মিলবে না জানি,
এ অপরাধের অব্যক্ত গ্লানি অঙ্গে মেখে
আজ আমি উপস্থিত, তোমার সম্মুখে
শুধু এ কথাই বলতে, তোমাকেই চেয়েছি
প্রত্যূষে সায়াহ্নে, মধ্যদিনের সূর্যকে দেওয়া
ঘামের অঞ্জলির সহস্র দীপে তোমার
মহিমার আরতির আলোতে পরিশুদ্ধ হয়ে ।